

আপনার অসাধারণ প্রশ্ন:

আপনার ১ম প্রশ্ন: "একজন মানুষ কিভাবে আল্লাহ হতে পারে? এটা কি ব্লাসফেমি হিসাবে বিবেচিত হয় না?"

আমাদের উত্তর: না! হজরত ঈসা মসিহ সত্যিকারের আল্লাহ এবং সত্যিকারের মানুষ। **এটি অস্বীকার করা মানে হজরত ঈসা সম্বন্ধে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা;** যা তিনি নিজের সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন এবং অলৌকিক কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে অনস্বীকার্যভাবে প্রমাণ করেছেন যা শুধুমাত্র আল্লাহই করতে পারেন, তা হল **ব্লাসফেমি**।

- ইউহোন্না ১০:৩১-৪২ তখন ইহুদী নেতারা তাঁকে মারবার জন্য আবার পাথর কুড়িয়ে নিলেন। ঈসা তাঁদের বললেন, "পিতার হুকুম মত অনেক ভাল ভাল কাজ আমি আপনাদের দেখিয়েছি। সেগুলোর মধ্যে কোন্ কাজের জন্য আপনারা আমাকে পাথর মারতে চান?" নেতারা জবাবে বললেন, "ভাল কাজের জন্য আমরা তোমাকে পাথর মারি না, কিন্তু তুমি কুফরী করছ বলেই মারি। মানুষ হয়েও তুমি নিজেকে আল্লাহ বলে দাবি করছ।" ঈসা বললেন, "আপনাদের শরীয়তে কি লেখা নেই যে, 'আমি বললাম, তোমরা যেন আল্লাহ'? আল্লাহর কালাম যাদের কাছে এসেছিল তাদের তো তিনি আল্লাহর মত বলেছিলেন। পাক-কিতাবের কথা কি বাদ দেওয়া যেতে পারে? পারে না। তাহলে পিতা নিজের উদ্দেশ্যে যাঁকে আলাদা করলেন এবং দুনিয়াতে পার্থিবে দিলেন সেই আমি যখন বললাম, 'আমি ইবনুল্লাহ,' তখন আপনারা কেমন করে বলছেন, 'তুমি কুফরী করছ'? আমার পিতার কাজ যদি আমি না করি তবে আপনারা আমার উপর ঈমান আনবেন না। কিন্তু যদি করি তবে আমার উপর ঈমান না আনলেও আমার কাজগুলো অন্ততঃ বিশ্বাস করুন। তাতে আপনারা জানতে ও বুঝতে পারবেন যে, পিতা আমার মধ্যে আছেন আর আমি পিতার মধ্যে আছি।" তখন ইহুদী নেতারা আবার ঈসাকে ধরবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তিনি তাঁদের হাত এড়িয়ে চলে গেলেন। এর পরে তিনি আবার জর্ডান নদীর ওপারে গিয়ে থাকতে লাগলেন। সেখানেই ইয়াহিয়া প্রথমে তরিকাবন্দী দিতেন। অনেক লোক ঈসার কাছে গেল এবং বলাবলি করতে লাগল, "ইয়াহিয়া নবী কোন অলৌকিক কাজ করেন নি বটে, কিন্তু তবুও তিনি এই লোকটির বিষয়ে যা যা বলেছিলেন তা সবই সত্য।"

আর সেখানে অনেক লোক ঈসার উপর ঈমান আনল।

আপনার ২য় প্রশ্ন: এবং দ্বিতীয় প্রশ্নটি রোমিয় ৮:১৪ সম্পর্কে, যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে "এরা ইবনুল্লাহ।" **ইবনুল্লাহ এবং ইবনুল ইনসানদের মধ্যে পার্থক্য কি?**

আমাদের মনের মধ্যে সবচেয়ে সহজ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এই সত্যটি বোঝার জন্য যে পৃথিবীতে কেবল দুই ধরণের বাসিন্দা রয়েছে: ১) ইবনুল্লাহ। ২) শয়তানের পুত্র।

শয়তানের পুত্ররা শুধুমাত্র "একবার জন্মগ্রহণ করে" [প্রাকৃতিক জন্ম]। এই লোকেরা হজরত ঈসা মসিহকে প্রত্যাখ্যান করা বেছে নিয়েছে এবং তাদের পিতা শয়তানের নেতৃত্ব অনুসরণ করতে বেছে নিয়েছে।

- ইউহোন্না ৮:৪৪ **ইবলিসই আপনাদের পিতা** আর আপনারা তারই সন্তান; সেইজন্য আপনারা **তার** ইচ্ছা পূর্ণ করতে চান। ইবলিস প্রথম থেকেই খুনী। সে কখনও সত্যে বাস করে নি, কারণ তার মধ্যে সত্য নেই। সে যখন মিথ্যা কথা বলে তখন সে তা নিজে থেকেই বলে, কারণ সে মিথ্যাবাদী আর সমস্ত মিথ্যার জন্ম **তার** মধ্য থেকেই হয়েছে।

ইবনুল্লাহরা "দুইবার জন্মগ্রহণকারী" [প্রাকৃতিকভাবে জন্মগ্রহণ করেন তবে হজরত ঈসা মসিহে বিশ্বাস করার মাধ্যমে একটি অতিপ্রাকৃত জন্মে পাক রাহের দ্বারা "পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন"]। এই লোকদের এখন আল্লাহকে ভালবাসতে এবং তাদের প্রতিবেশীদের ভালবাসার জন্য তাদের সৃষ্টিকর্তার আদেশগুলি অনুসরণ করার ইচ্ছা এবং ক্ষমতা রয়েছে [ইউহোন্না ৩:৩৩, ইউহোন্না ১৪:২১, ১ ইউহোন্না ৫:৩, মার্ক ১২:৩৩]।

- ইউহোন্না ১:১০-১৪ তিনি দুনিয়াতেই ছিলেন এবং দুনিয়া তাঁর দ্বারাই সৃষ্ট হয়েছিল, তবু দুনিয়ার মানুষ তাঁকে চিনল না। তিনি নিজের দেশে আসলেন, কিন্তু তাঁর নিজের লোকেরাই তাঁকে গ্রহণ করল না। তবে যতজন তাঁর উপর ঈমান এনে তাঁকে গ্রহণ করল তাদের প্রত্যেককে তিনি আল্লাহর সন্তান হবার অধিকার দিলেন। এই লোকদের জন্ম রক্ত থেকে হয় নি, শারীরিক কামনা বা পুরুষের বাসনা থেকেও হয় নি, কিন্তু আল্লাহ থেকেই হয়েছে। সেই কালামই মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন এবং আমাদের মধ্যে বাস করলেন। পিতার একমাত্র পুত্র হিসাবে তাঁর যে মহিমা সেই মহিমা আমরা দেখেছি। তিনি রহমত ও সত্যে পূর্ণ। [অলৌকিক জন্ম ইউহোন্না ৩:১৬]

হয়তো আমরা শিক্ষক/ধর্মতত্ত্ববিদ, R C Sproul (1939–2017) এর একটি উদ্ধৃতি দ্বারা "ইবনুল ইনসান" বাক্যাংশটি সম্পর্কে আরও স্পষ্টতা প্রদানের সর্বোত্তম চেষ্টা করতে পারি:

শুধু সংক্ষেপে, আমি আপনাকে বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে বলি, যখন আপনি সুখবর পড়েন, বাক্যাংশ বা "ইবনুল ইনসান" শিরোনাম ব্যবহার করার জন্য। এটি নতুন নিয়মে ঈসার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ উপাধিগুলোর মধ্যে একটি এবং একই সময়ে এখনও, সবচেয়ে এ বিষয়ে বেশি ভুল বোঝানো হয়।

কারণটির একটি অংশ হল আমরা "ইবনুল ইনসান" এবং "ইবনুল্লাহ" উপাধির মধ্যে পার্থক্য দেখতে পাই। এবং জামাতের মধ্যে স্বীকারোক্তি দেওয়া। যেটি ঐতিহাসিকভাবে, হজরত ঈসার দ্বৈত প্রকৃতির - (তাঁর একটি ঐশ্বরিক প্রকৃতি এবং মানব প্রকৃতি) লোকদের অনুমান করার প্রবণতা হল যে হজরত ঈসা যখন নিজেকে মানবপুত্র হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন, তিনি কথা বলছিলেন তার মানব প্রকৃতিতে, এবং যখন তাকে ইবনুল্লাহ হিসাবে উল্লেখ করা হয়, তখন তাকে তার ঐশ্বরিক প্রকৃতির সাথে উল্লেখ করা হয়েছিল। ঠিক আছে, এটি সবগুলির মতো সহজ নয়, কারণ এই দুটি শিরোনামের মধ্যেই এমন উপাদান রয়েছে যা তাঁর আল্লাহ এবং তাঁর মানব বিষয়ে নির্দেশ করে। কিন্তু যদি কিছু হয়, দুটোর উপর জোর দেওয়াটা আমরা সাধারণত যা আশা করি তার ঠিক বিপরীত।

"ইবনুল্লাহ" উপাধি দেওয়া হয়েছে, কিতাবুল মোকদ্দাসের প্রথম উদাহরণে, **যারা পিতার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে**। পুত্র প্রধানত সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, এখানে জৈবিক পরিভাষায় নয়, কিন্তু এক চুক্তিতে থাকা বা তার প্রতি বশ্যতা ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে। হজরত ঈসাকে মনে রাখবেন, ফরীশীদের সাথে তাঁর আলোচনার সময়, যারা "ইব্রাহিমের সন্তান" বলে দাবি করেছিল, হজরত ঈসা তাদের তিরস্কার করেছিলেন এবং বলেছিলেন, **"তোমরা শয়তানের সন্তান। তোমরা যার আনুগত্য কর তার সন্তান।"** এখন, আমাকে ভুল বুঝবেন না। নতুন নিয়মে **"ইবনুল্লাহ"**-এও উল্লেখ রয়েছে, যা তাঁর হজরত ঈসার চিরন্তন পুত্র এবং তাঁর আল্লাহর স্পষ্ট ইঙ্গিত। সুতরাং, আমরা মামলাটিকে বাড়াবাড়ি করতে চাই না।

কিন্তু এই শিরোনাম, **"ইবনুল ইনসান"**, আমি চাই যে আপনি সুখবর পড়ার সময় আপনি সত্যিই মনোযোগ দিন, কারণ এটি প্রায়শই নতুন নিয়মে ব্যবহৃত হয়, এবং এটি নতুন নিয়মে ঘটে যা তিনবার বাদে টেস্টামেন্ট, এটা হজরত ঈসার ঠোঁট থেকে আসে। এবং এটি ওল্ড টেস্টামেন্টের দর্শনকে বোঝায় যা নবী ড্যানিয়েল দ্বারা লিখিত হয়েছিল, যেখানে ড্যানিয়েল আল্লাহর বেহেস্তি আদালতের অভ্যন্তরে একটি দর্শন পেয়েছিলেন, যেখানে তিনি প্রাচীনকালকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখেছিলেন এবং বিচার সেট করা হয়েছিল। এবং প্রাচীনকালের কাছে **"ইবনুল ইনসানের মতো একজন"** আসে, যাকে তখন বিশ্বের **বিচার করার ক্ষমতা দেওয়া হয়**। যাতে প্রথম দৃষ্টান্তে, **ইবনুল ইনসান একজন বেহেস্তি ব্যক্তি**। একজন বেহেস্তি ব্যক্তি যিনি এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন, যার এই পৃথিবীতে তাঁর দর্শনের প্রধান ভূমিকা বেহেস্তি বিচারকের। এবং তারপর তিনি তাঁর বেহেস্তিরোগে আল্লাহর উপস্থিতিতে ফিরে আসেন।

আমরা মনে করি যে হজরত ঈসা বলেছেন, "কেউ পিতার কাছে আরোহণ করতে পারে না তিনি ছাড়া যিনি প্রথম তাঁর কাছ থেকে নেমে এসেছেন।" আবার, আমরা মনে করি যে হজরত ঈসার নিজেকে মানবপুত্র বলা ছিল নম্রতার একটি অভিব্যক্তি, যখন প্রকৃতপক্ষে, এটি ঐশ্বরিক কর্তৃত্বের দাবি ছিল। এই কারণেই আমি চাই আপনি এটি লক্ষ্য করুন। তিনি যখন বিশ্রামবারে নিরাময় করেন এবং তাঁর শত্রুদের দ্বারা তিরস্কার করা হয়, তখন তিনি বলেছিলেন, "আমি এই কাজ করেছি যাতে তোমরা জানতে পার যে **ইবনুল ইনসান বিশ্রামবারের প্রভু**।" এবং যখন তিনি গুনাহ ক্ষমা করেন এবং তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে হইচই সৃষ্টি করেন, বলেন, "গুনাহ ক্ষমা করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই আছে," হজরত ঈসা বললেন, "আমি এটা করেছি যাতে তোমরা জানতে পার যে **ইবনুল ইনসানের পৃথিবীতে গুনাহ ক্ষমা করার ক্ষমতা রয়েছে**।" এবং আবার, এবং আবার, এবং আবার, আপনি দেখতে শুরু করবেন যে এই উপাধি, **"ইবনুল ইনসান"** যেটি হজরত ঈসা নিজের জন্য ব্যবহার করেন, **এটি একটি অত্যন্ত উচ্চ পদবী**।

হজরত ঈসা মসিহের সম্পর্কে কেউ যা সত্য বলে বিশ্বাস করে তা হল তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা কারণ সেই চিন্তাগুলি একজন ব্যক্তির শাস্ত ভাগ্যকে সিল করে দেয়।

প্রতিটি ব্যক্তিকে তাদের জীবদ্দশায় যে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে: হজরত ঈসা মসিহ কি যিনি নিজেকে ইবনুল্লাহ বলে ঘোষণা করেছেন?

- ইউহোন্না ১৪:৬ ঈসা থোমাকে বললেন, “আমিই পথ, সত্য আর জীবন। আমার মধ্য দিয়ে না গেলে কেউই পিতার কাছে যেতে পারে না।

আপনি কি ঈমান আনেন যে হজরত ঈসা হলেন আল্লাহর নিখুঁত পুত্র যিনি গুনাহী মানবতার জায়গায় মৃত্যুবরণ করতে এসেছিলেন এবং যে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে তার জন্য মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে?

- ইউহোন্না ৩:১৬-১৯ “আল্লাহ মানুষকে এত মহব্বত করলেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করলেন, যেন যে কেউ সেই পুত্রের উপর ঈমান আনে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। আল্লাহ মানুষকে দোষী প্রমাণ করবার জন্য তাঁর পুত্রকে দুনিয়াতে পাঠান নি, বরং মানুষ যেন পুত্রের দ্বারা নাজাত পায় সেইজন্য তিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন। যে সেই পুত্রের উপর ঈমান আনে তার কোন বিচার হয় না, কিন্তু যে ঈমান আনে না তাকে দোষী বলে আগেই স্থির করা হয়ে গেছে, কারণ সে আল্লাহর একমাত্র পুত্রের উপর ঈমান আনে নি। তাকে দোষী বলে স্থির করা হয়েছে কারণ দুনিয়াতে নূর এসেছে, কিন্তু মানুষের কাজ খারাপ বলে মানুষ নূরের চেয়ে অন্ধকারকে বেশী ভালবেসেছে।

আপনি যদি হজরত ঈসাতে ঈমান আনেন এবং ঈমান আনেন তবে আপনি রক্ষা পাবেন। এটা পরিষ্কারভাবে পাক আল্লাহর দ্বারা ঘোষণা করা হয়েছে যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং মিথ্যা বলতে পারেন না!

- তীত ১:২ অনন্ত জীবন পাবার আশা নিয়ে আমি মসীহের সেবা করে যাচ্ছি। দুনিয়া সৃষ্ট হবার আগেই আল্লাহ, যিনি মিথ্যা বলেন না, তিনি এই জীবন দেবার ওয়াদা করেছিলেন।

আপনি কি ঈমান আনেন যে হজরত ঈসা মসিহ, ইবনুল্লাহ?

আপনি যখন ঈমান আনেন যে আপনি অন্যদের এই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমের গল্প বলার অবিশ্বাস্য সুযোগ পাবেন!

ঈমান আনেন কী? আপনি কি আপনার বর্তমান জীবন এবং আপনার অনন্ত জীবনের জন্য হজরত ঈসাতে ঈমান আনবেন? কাউকে বলবেন?

এর সবকিছু হজরত ঈসা সম্পর্কে!

আপনার বন্ধুরা - WIFM ক্যাম্পাস।

আপনাদের প্রত্যেকের প্রতি আমাদের সমস্ত ভালবাসা,
ঈসা মসিহতে -
জন + ফিলিস